ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিশেষ কার্যক্রম

বিদ্যুৎ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে সাইকেল র‍্যালী

প্রি-পেইড মিটার কার্যক্রম

১৩.০ বিশেষ কার্যক্রম (Special Program)

১৩.১ সেক্টর্স লিডার্স ওয়ার্কশপ আয়োজন

বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগসহ এ দুই সেক্টরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/ প্রকৌশলীগণের অংশগ্রহণে এ খাতের উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ ও আন্তঃবিভাগ সমন্বয় জোরদার করার লক্ষ্যে বিগত ২৭-২৮ মার্চ ২০১০ এ ঢাকাস্থ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সভাকক্ষে প্রথম, ০৩-০৪ ডিসেম্বর ২০১০ এ কুমিল্লার বার্ডে দ্বিতীয় এবং ১১ মে ২০১১ তারিখে ঢাকাস্থ বিদ্যুৎ ভবনের "বিজয়" হলে তৃতীয় ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। সর্বশেষ চতুর্থ সেক্টর লিডারর্স ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয় ১০-১১ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে ১নং আব্দুল গণি রোডস্থ বিদ্যুৎ ভবনের "বিজয়" হলে। এ বছরের সেক্টরস লিডারর্স ওর্য়াকশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে যথাক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত উপস্থিত ছিলেন। ফলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমন্বয় সুদৃঢ় হয়েছে এবং নির্মাণাধীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে জ্বালানি সরবরাহ ত্বরান্বিত করাসহ ভবিষ্যৎ জ্বালানি প্রাপ্যতার বিষয়ে সম্ভাব্য সহযোগিতার পথ উন্মোচিত হয়েছে। আন্তঃসংস্থা সমন্বয় জোরদার হওয়ায় পরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়নের পথ সুগম হয়েছে।

১৩.২ জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন

বিগত ৫ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ১১,০০০ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে। এটি একটি ঐতিহাসিক অর্জন। এই অর্জনকে স্মরণীয় করার লক্ষ্যে ১২ নভেম্বর ২০১৩ আলোক উৎসব উদযাপন করা হয়। **"বিদ্যুৎ অপচয় রোধ করি, আলোকিত বাংলাদেশ গড়ি"** প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবারো বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে ১২-১৬ নভেম্বর ২০১৩ জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সপ্তাহটির উদ্বোধন করেন এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ-এ রূপকল্পকে সামনে রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণের বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে কাজের মান বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরী।

জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালন উপলক্ষে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়

(১) পুরস্কার প্রদান।
(২) বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও জ্বালানি নিরাপত্তায় গ্রাহকের ভূমিকা সম্পর্কে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র/ ছাত্রীদের জন্য রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।
(৩) প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিভিন্ন সময় দৃষ্টি আকর্ষণমূলক প্রতিবেদনের মাধ্যমে জনগণ ও বিদ্যুৎ বিভাগকে সচেতন ও সহায়তা করে থাকে। তাই বিদ্যুৎ বিষয়ে সেরা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক প্রতিবেদনের জন্য পুরস্কার প্রদান।
(৪) বিদ্যুৎ ক্যাম্প স্থাপন।
(৫) সেমিনার আয়োজন।

বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের অর্জন ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে দেশের আপামর জনসাধারণকে অবহিতকরণ এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয় এর উপর জনগণকে সচেতন করা জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ পালনের মূল লক্ষ্য।

১৩.৩ ফিল্ড ভিজিট

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানীর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কিনা তা তদারকি এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং এর আওতাধীন সকল entity প্রধান মাঠ পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ এবং সঞ্চালন ইউনিটসমূহ পরিদর্শন করে থাকে। বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিতরণ ইউনিট পরিদর্শনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ছক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অফিস ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণী, প্ল্যান্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থা, মালামাল ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, System Loss হ্রাসে গৃহীত পদক্ষেপ এবং সর্বোপরি গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও দক্ষ ব্যবহারে Entity সমূহের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা নেয়া হয়। পরিদর্শনে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়, যা মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট Entity প্রধানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

মাঠ পরিদর্শনে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানীর কাজের তৎপরতা, দক্ষতা এবং মানোন্নয়নে, উৎকর্ষ সাধনে একটি গুরুত্বপূর্ণ/ সময়োচিত পদক্ষেপ/ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং অফিসের কার্যক্রম গুণগত মানোন্নয়নে মাঠ পরিদর্শন একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। গত বছরে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা ১৫০টি এবং দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানীসমূহের কর্মকর্তারা ৫১৭টি ফিল্ড পরিদর্শন করেছেন।

১৩.৪ ইনোভেশন বক্স

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে ইনোভেশন প্রদান চালু রয়েছে। বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিশেষ করে ভবিষ্যত নীতিমালা প্রণয়নে সাজেশন/ সুপারিশমালা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিভাগের সকল কর্মকর্তা Power Sector Development এর ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মতামত এবং সুপারিশমালা সচিব মহোদয়ের নিকট প্রদান করে থাকে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ এবং মাসিক সমন্বয় সভায় উত্থাপিত সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়। কর্মকর্তাদের পরামর্শের আলোকে সমন্বয় সভায় উপস্থাপিত পরামর্শ গ্রহণের ফলে বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমে যথেষ্ট গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। ১৫ দিনের, ১৫ দিনের বেশী এবং ১ মাসের উর্ধ্বে পেন্ডিং চিঠির তালিকা সংক্রান্ত তথ্য সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা থাকার ফলে প্রতি শাখার কর্মকর্তা এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ রয়েছেন এবং পেন্ডিং পত্র দ্রুত নিস্পত্তি করে থাকেন। এর ফলে প্রকৃতপক্ষে শাখার কাজের গতি এবং গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

১৩.৫ গণশুনানী (Public hearing)

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানীর বিতরণ ইউনিটসমূহে গ্রাহকদের অভিযোগ এবং সমস্যা সমাধানে প্রতিমাসে সুবিধাজনক সময়ে Public hearing অনুষ্ঠিত হয়। এতে গ্রাহকদের সাথে Entity কর্মকর্তাদের আন্তঃযোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গ্রাহকদের সমস্যাসমূহ সমাধানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়। Public hearing একটি Innovative পদক্ষেপ যা গ্রাহকদের মানসম্মত উন্নত ধরণের সেবা প্রদানে সহায়ক ভুমিকা পালন করে থাকে। অনেক সময় Entity প্রধান এবং যে সকল কর্মকর্তা মাঠ পরিদর্শনে যান তারাও এই গণশুনানীতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। গণশুনানীর মাধ্যমে গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সম্পর্কে এবং গ্রাহকদের অভিযোগ সম্পর্কে বাস্তব চিত্র জানা সম্ভব হয়। বিগত অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানীর ১৭৫৯ টি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গণশুনানীর মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাহকের কাছে কাঙ্খিত মানের সেবা পৌঁছে দেয়া। গ্রাহকদের অভিযোগ শ্রবণ করে তা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এতে সংশ্লিষ্ট Entity এবং গ্রাহকদের মধ্যে একটি কার্যকর যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের ফলে মানসম্মত এবং কাঙ্খিত মানের সেবা প্রদান করা সম্ভব।

১৩.৬ মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যত নীতিমালা প্রণয়নে সাজেশন/ সুপারিশমালা কার্যকর করতে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর অধীনস্থ সংস্থা/ কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মতামত এবং গৃহীত পরিকল্পনা/ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিমাসে সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ এর সভাপতিত্বে একটি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলমান ও ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন/ পরিকল্পনাধীন বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা/ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৩.৭ শাখাভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

দাপ্তরিক কার্যক্রমে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক শাখাভিত্তিক বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে মূল্যায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে জুলাই-জুন মেয়াদে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা মাসিক সমন্বয় সভায় পর্যালোচনা ও তদারকি করা হয়। এতে বিদ্যুৎ বিভাগের কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে, দাপ্তরিক কাজে শৃঙ্খলা এবং কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বর্তমানে বিদ্যুৎ বিভাগের পেন্ডিং কাজের তালিকা শূন্যের কোঠায় আনা সম্ভব হয়েছে।

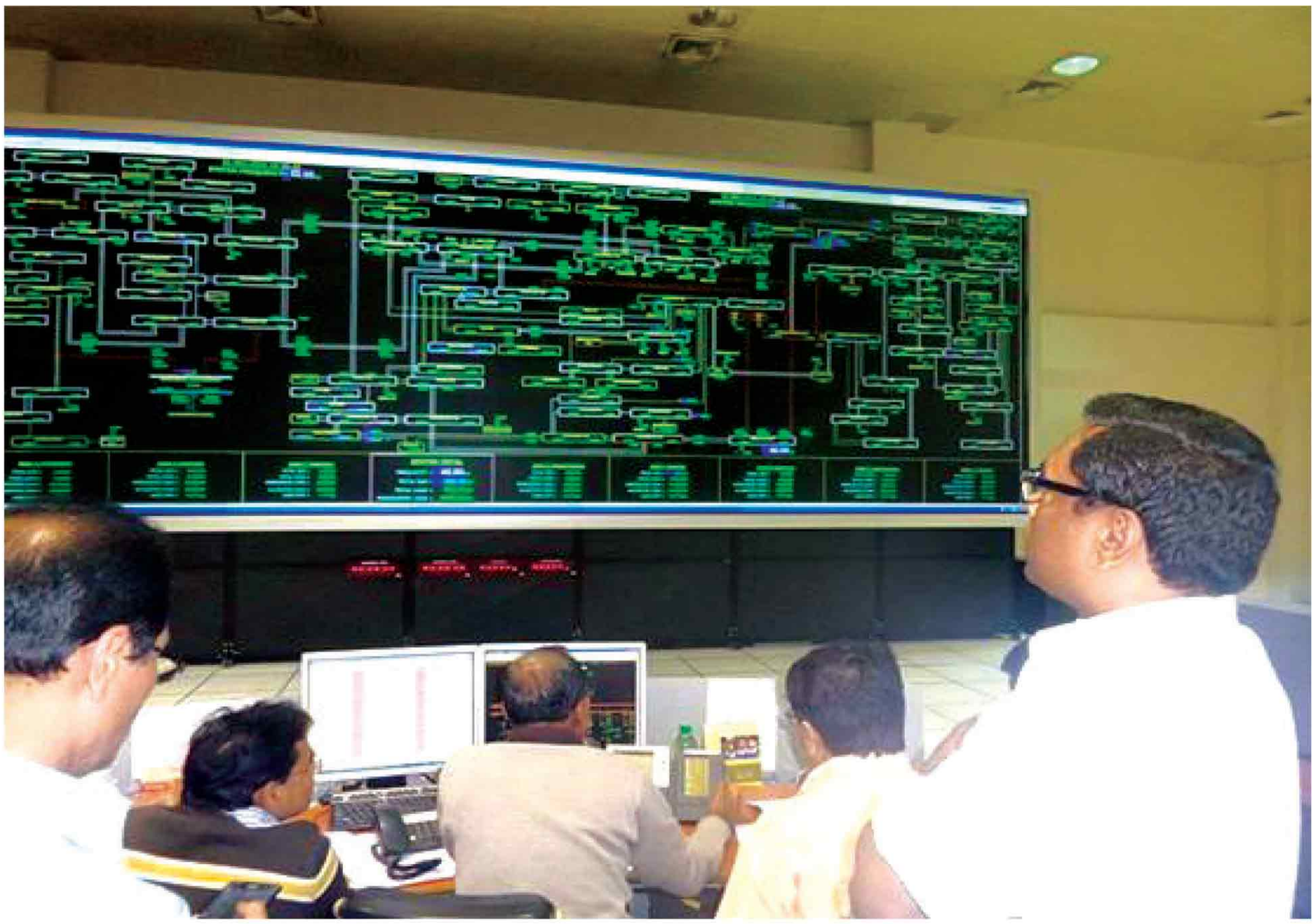

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এনএলডিসি পরিদর্শন

বিদ্যুৎ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে সম্মাননা স্মারক প্রদান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১১ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে বিদ্যুৎ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে পুরস্কার প্রদান